দৈনিক
ইত্তেফাক

16 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

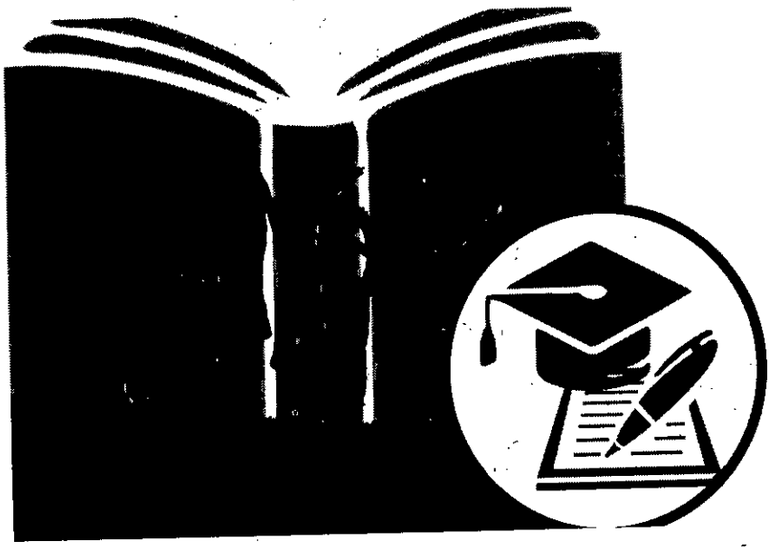

সৃষ্টিশীল শিক্ষার সন্ধানে

পুলক বড়ুয়া

আমরা ভাবি, আমাদের পুত্রগণ, কন্যাগণ সনদসর্বস্ব হলেই চলবে। আমাদের একটি সোনালি সনদ চাই। আর কিছু চাই না। তাদের স্বাস্থ্যের কথা সেভাবে ভাবি না। তাদের মনমানসিকতা সুগঠিত হচ্ছে কি না, সুন্দরভাবে বিকশিত হচ্ছে কি না, সেটা ভাবার ফুরসৎ নেই। কেবল পড়া, পড়া আর পড়া। খেলার সময় খেলছে কি না, সেদিকে খেয়াল নেই। সে প্রকৃতপক্ষে ভালো মানুষ হয়ে উঠছে কি না, ভাবি না। প্রচলিত ভাষায় তথাকথিত অর্থে ভালো ছাত্র, ভালো ছাত্রী হলেই আমরা আহ্লাদে আটখানা। গর্বিত পিতামাতা মাত্র। ধন্য স্কুল, ধন্য সরকার। রাষ্ট্র সার্বিক এ কথাগুলো না ভেবেই শিক্ষাঙ্গনের অনুমতি দিয়ে চলেছে। সেখানে এতটুকু নড়াচড়া করার, নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা নেই। পরিস্থিতি হাঁস-মুরগির খামারের মতো। দেশের মানুষ তো আর চোখে ঠুলি পরে নেই, এপর্যন্ত আপাদমস্তক শিক্ষা নিয়ে কত কসরৎ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা, বিদ্যালয় ও পরিচালনা পর্ষদ, অভিভাবক ও বেতন কোথাও সমন্বয় নেই। তার মধ্যে সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের পড়াশোনা যেন এখন কেবলি পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। সবার নজর ফলাফল তথা ভর্তির দিকে। অথচ এই সীমাবদ্ধ পরিসরে সীমিত সময়ের পুস্তক ও পরীক্ষাসর্বস্ব জীবনের বাইরেও, আরেকটা পাঠশালা আছে—প্রকৃতির পাঠশালা, পৃথিবীর পাঠ, যেখান থেকে আমরা জীবনের প্রকৃত পাঠ গ্রহণ করি, মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার যথার্থ সুযোগ যেখানে নিহিত, তা আমাদের কাছে আজ একদম গুরুত্বহীন। এতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার না উন্নতি হয়েছে, না আমাদের শিক্ষার্থীদের মান বেড়েছে। এগুলো আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার। অথচ আমাদের শৈশব কত না মধুর, কৈশোর কত না আনন্দময়, তারুণ্য কত না রাঙা-উজ্জ্বল! সে কী নিজগৃহে, শিক্ষালয়ে—সর্বত্র চার দেওয়ালের মাঝে কেবলি পুঁথিকেন্দ্রিক পরীক্ষাসর্বস্ব— ত্রাসের হাতে বন্দি ও বলি হতে এসেছে? জীবন কি এককেন্দ্রিক, বৃত্তবন্দি? তার কি আর কোনো স্বাদ-আহ্লাদ নেই? আমাদের চাহিদার কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে সে? আমরা কেবলি তাকে গলাটিপে হত্যা করব? পুঁথি, পরীক্ষা ও বাস্তব-বস্তুবিশ্বের সঙ্গে আমরা সাংঘর্ষিক করে তুলিনি। বাস্তব পৃথিবী থেকে কাউকে বিমুখ করে রাখা যায় না। দুর্ভাগ্য, এই আন্তর-সত্য আমরা কখনোই উপলব্ধি করতে পারি না।

সত্যি, কী অদ্ভুত আমাদের শিক্ষার বহর ও বাহার! না পারছে, বইয়ের ভারী ব্যাগ বহন করতে, এতসব ভরাট পুঁথিপত্রের ভরপুর পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষার ধকল আর তার গালভরা অজস্রজনের ভালো ফলাফলের বুলি নিয়ে বিড়ম্বনা সইতে। আমাদের শিক্ষায় এই বই, প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা নিয়ে বিচিত্র টানাপড়েন চলছে। যা আমাদের সারাক্ষণ বিব্রত করছে। এজন্যে পাঠ্যবই থেকে পরীক্ষা-ফলাফল-ভর্তি পর্যন্ত একটি সমন্বয় ও সংস্কার চাই। অধ্যয়ন করুক সবকিছু। কিন্তু সেখান থেকে পরীক্ষার জন্য চয়ন করব কিছু কিছু। এবং কিছু কিছু নির্বাচিত ঐ বই-পুস্তকের আবার সবকিছু নয় শুধু কিছু কিছু বিষয়। এই যদি হয় সারা বছরের পাঠ ও পরীক্ষা এবং পাবলিক পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত ফলাফল ও ভর্তি পরীক্ষা—তাহলে বিরাজমান দুরবস্থা থেকে জাতি রেহাই পাবে। শিক্ষার্থীরা স্বাধীন ও বিস্তৃতভাবে সানন্দে পাঠগ্রহণের সুযোগ পাবে। বিষয়টি দাঁড়াবে এমন—এই যেমন, শিক্ষাজীবনের প্রায় শেষ ও সর্বোচ্চ ধাপে এই যে আজকে প্রবেশ করছে, স্নাতক পর্বে, শ্রুয়োগ ও প্রযুক্তিমূলক বিশেষায়িত শিক্ষালাভে—যেমন ধরুন, চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রকৌশল বিষয়ক, তখন ভর্তিযুদ্ধে কিন্তু ওরা এতসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগী ও মুখোমুখি হয় না। শৃঙ্খল মুক্তিই শিক্ষা। তারা যদি শিক্ষার নামে অবরুদ্ধ, উপদ্রুত হয়ে পড়ে— তাহলে তা জায়গামতো কাজে আসবে না। কেবল বইয়ের মধ্যে ঠেসে ধরা, কোচিং গাইড বই, মুহুর্মুহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা—এই পরিস্থিতি কারো কাম্য নয়। আগে আমাদের জ্ঞানপীঠগুলোতে যুগপৎ অবকাঠামোগত ও সুষ্ঠু শিক্ষা-কৌশলগত আমূল গুণগত পরিবেশ যুক্ত হোক। তাহলেই আমাদের আগামী প্রজন্ম সৃষ্টিশীলতার স্বাদ পাবে। আমাদের সহজাত প্রতিভা প্রস্ফুটিত হবে, দক্ষ-মেধাবীরা উন্মোচিত হবে—আমাদের জনসংখ্যা মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে। আমাদের শিক্ষা ও তার ফল হবে কাঙ্ক্ষিত ও সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত। সেখানে কোনো অসম-অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা থাকবে না। স্বদেশ ও বিশ্বে একটি স্বশিক্ষিত, সুশিক্ষিত, যুগোপযোগী প্রার্থিত মানব জাতি গড়ে উঠবে। যাকে আমরা বলতে পারব সৃষ্টিশীলতার ফসল, সৃষ্টিশীল শিক্ষার শস্য।

ঢাকা